



139988 - সজেদা অবস্থায় যে ব্যক্তি ভূমি থেকে হাত তুলে চামড়া চুলকালো তার নামায় কি বাতলি?

প্রশ্ন

যদি কউে সজেদাকালে তার হাত কথিবা পা উপরে তুলে ফলে; পরে ভূমিতে রাখে ও সজেদা সম্পন্ন করে এতে করে তার নামায় কি বাতলি হয়ে যাবে? উদাহরণতঃ এক লোকেরে সজেদা অবস্থায় চামড়া চুলকানোর প্রয়োজন হল বধিায় সএ একহাত উপরে তুলছে। এতে করে তার নামায় কি বাতলি? যদি এ কাজটি সএ ভুলে গিয়ে করে তাহলেও কিতার নামায় বাতলি হয়ে যাবে এবং পুনরায় আদায় করা আবশ্যিক হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সাতটি অঙ্গরে উপর সজেদা করা আবশ্যিক। যে অঙ্গগুলোর উপর সজেদা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদশে দিয়েছেন। সহহি বুখারী (৮১২) ও সহহি মুসলমি (৪৯০)-এ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমাকএ শরীরেরে সাতটি হাড়েরে উপর সজেদা করার আদশে দয়াে হয়ছে: কপালরে উপর, তনি হাত দিয়ে নাকরে দকিএ ইশারা করনে, দুই হাত, দুই হাঁটু ও পায়রে পাতার অগ্রভাগরে উপর"।

ইমাম নববী (রহঃ) সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় (৪/২০৮) বলেন: "যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি অঙ্গ দিয়ে সজেদা না করে তাহলে তার নামায় সহহি হবে না।"[সমাপ্ত]

জমহুর (অধিকাংশ) আলমে (এদরে মধ্যে ইমাম মালকে, শাফয়েি ও আহমাদ রয়েছেন) এ হাদসি দিয়ে দললি দনে যে, যদি এ সমস্ত অঙ্গগুলোর উপর সজেদা করা না হয় তাহলে সজেদা সহহি হবে না। তাই কউে যদি ছয়টি অঙ্গরে উপর সজেদা করে তার সজেদা সহহি হবে না।

ইবনে রজব হাম্বলি "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলেন: "এ অভিমতরে পক্ষয়ে প্রমাণ বহন করে এ সহহি হাদসিগুলো; যগুলো এ সমস্ত অঙ্গগুলোর উপর সজেদা দয়াে নরিদশে বহন করে। নরিদশে দয়াে হয় আবশ্যিকতা বুঝানোর জন্য।"[সমাপ্ত][ইবনে রজব রচতি 'ফাতহুল বারী' (৫/১১৪-১১৫)]

অতএব, যে ব্যক্তি সজেদাকালীন সম্পূর্ণ সময় সজেদার কোন একটি অঙ্গ ভূমি থেকে উপরে তুলে রাখে এবং ঐ অঙ্গরে উপর সজেদা না করে তার নামায় শুদ্ধ নয়। আর যদি সামান্য সময়রে জন্য উপরে তলে তাহলে ইনশা আল্লাহ তার নামায়



সহহি।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: এক লোক সজেদাকালে সজেদার কোন একটি অঙ্গ উপরে তুলে রেখেছে তার নামায় ক'বাতলি?

জবাবে তিনি বলেন: "যে অভিমতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সেটাই হল: যদি সজেদার পুরো সময়টা উপরে তুলে রাখা যতক্ষণ সজেদাতে ছিল ততক্ষণই উপরে তুলে রেখেছে তাহলে তার সজেদা বাতলি। যদি তার সজেদা বাতলি হয় তাহলে তার নামায়ও বাতলি। আর যদি স্বল্প সময়ের জন্য তুলে রাখা যমেন: অন্য কোন পা চুলকানোর জন্য; এরপর সস্থানে ফরিয়ে নিয়ে তাহলে আশা করা এতে কোন অসুবিধা নাই।"[সমাপ্ত][লকীআতুল বাবলি মাফতুহ]

তিনি আরও বলেন:

"এ সাতটি অঙ্গের উপর সজেদার সম্পূর্ণ সময় সজেদা করা ওয়াজবি। অর্থাৎ সজেদাকালে এ অঙ্গগুলোর কোন একটি অঙ্গ উপরে উঠানো জায়যে নয়; হাত নয়, পা নয়, নাক নয়, কপাল নয়, এ অঙ্গগুলোর কোনটাই নয়। যদি কঁড়ে উপরে উঠায়: তাহলে সে যদি সজেদার পুরো সময়টা উপরে তুলে রাখা তাহলে নিঃসন্দেহে তার সজেদা সহহি নয়। কনেনা সে ব্যক্তিতে অঙ্গগুলোর উপর সজেদা করা ওয়াজবি সে অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি অঙ্গের ঘটতি করেছে। আর যদি সজেদার মাঝখানে উপরে উঠায়; উদাহরণতঃ এক লোকের পা চুলকাচ্ছে; ধরে নহি সে ব্যক্তি এক পা দিয়ে অপর পা চুলকালো; তাহলে এ ব্যাপারে ইজতহিদরে অবকাশ আছে। কঁড়ে বলতে পারেন: তার নামায় সহহি নয়। যহেতে সে সজেদার কঁছু অংশে এ বুকনটি পালন করেনি। আবার কঁড়ে বলতে পারেন: তার সজেদা আদায় হয়ে গেছে। যহেতে ধর্তব্য হচ্ছে বেশিরভাগ অংশ। যদি সজেদার বেশির অংশে সে ব্যক্তি সাতটি অঙ্গের উপর সজেদা করে থাকে তাহলে সজেদা আদায় হয়ে গেছে।

এই আলোচনার প্রক্ষেপিতে সর্তকতা হল: সজেদার কোন অঙ্গ উপরে না তুলে ধরৈয় রাখা। এমনকি তার যদি হাত চুলকায়, রানে চুলকায়, পায় চুলকায় তাহলে সে ব্যক্তি সজেদা থেকে দাঁড়ানো পর্যন্ত ধরৈয় রাখবে।"[সমাপ্ত][আল-শারহুল মুমতী (৩/৩৭)]

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।